জনগণের হাতে ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তরের সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক

বিজন ধর

হঠাৎ করেই কলকাতা যাওয়া।

চেনা-পরিচিত যার সঙ্গেই কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে, তাঁদের সকলেই যেন বিস্মিত, আপনি এ সময়ে রাজ্যের বাইরে? আমি জানি তাঁদের অনেকের কাছেই 'এ সময়' মানে বিধানসভা নির্বাচন। আমার কাছেও বিধানসভা নির্বাচনী লড়াইটা গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, তবে তারও আগে নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে ডেইলি দেশের কথা-র জন্য একটি লেখা দিতে হবে। পত্রিকার সম্পাদক যথাসময়েই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাগাদাও দিচ্ছিলেন। কিন্তু, কোনওভাবেই করে ওঠা যাচ্ছিল না।

স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা যেতে হলো। বাঁ চোখটায় সমস্যা ধরা পড়েছে। গভীর সমস্যা। হঠাৎ করে এমনটা হলো কিভাবে— সবারই এক প্রশ্ন। বলেছি, হঠাৎ করে তো কিছু হয় না। দিনে দিনে বিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখিনি, তাই বুঝিনি। পরীক্ষা করা হয়নি। চেকআপ করা হয়নি। তাই ধরা পড়েনি। আগরতলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষার পর প্রাথমিকভাবে সমস্যাটা ধরা পড়ল। বিজ্ঞানের মোদ্দা কথা অনুশীলন করা, প্রয়োগ করা, চেকআপ করা। অনবরত এ কাজ চালাতে হবে জীবনের সব ক্ষেত্রে, আন্দোলনের সব পর্বে। সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রেও। বিধানসভার নির্বাচনি সংগঠন ও তৎপরতা এ পদ্ধতির বাইরে নয়। বলশেভিক পার্টি ১৯০৬ সালের দ্বিতীয় ডুমা নির্বাচন থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। শুধু প্রথম ডুমায় অংশ নেয়নি।

* * * *

নভেম্বর বিপ্লব একটি শ্রেণিযুদ্ধ।

পুঁজিবাদ উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বুর্জোয়া একনায়কত্ব উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণি। সাধারণভাবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রি, তবে এক-এক পর্বে কৃষকদের এক-এক অংশের সঙ্গে মিত্রতা। কখনও ঘনিষ্ঠতা, কখনও নির্ভরতা। নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সঙ্গেই শোষক শ্রেণিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায় না, বরং আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। রাতারাতি সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা যায় না। এক আঘাতেই সমাজতন্ত্র— এটাও অসম্ভব। তাই, বিপ্লবের পরও শ্রেণিসংগ্রাম চালাতে হয়, চালাতে হবেই। ভুলচুক হলে দ্রুত শুধরে নিতে হয়। কিন্তু যে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে মার্কসবাদী বিজ্ঞানে দীক্ষিত এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে অবিচল একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করা, যা হবে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামি বাহিনী। রাশিয়াতে বিপ্লবের আগে কমরেড লেনিন গড়ে তুলেছিলেন এ ধরনের একটি পার্টি। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি— পরে বলশেভিক পার্টি এবং শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি। কমরেড লেনিন ও বলশেভিকদের বিপ্লবী পার্টি গড়তে গিয়ে এবং বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র নির্মাণের নানা পর্বে ডান-বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করতে হয়েছে। মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তীব্র মতাদর্শগত লড়াই চালাতে হয়েছে। নানা দিক থেকে নানা ঢঙের আক্রমণ এসেছে, আজও আসছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর। এ লড়াই পার্টির ভেতরে ও বাইরে লড়তে হয়েছে। যতকাল এ লড়াই সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে ততকাল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বীরদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছে।

* * * *

প্যারি কমিউন (১৮৭১) টিকেছিল মাত্র ৭২ দিন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় ছিল ৭৪ বছর। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বললাম এ কারণে যে, সব দেশের পরিস্থিতি এক নয়, বিপ্লবের স্তরও এক নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একরকম থাকে না, সব দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই হবে, এ কথাও বাস্তব সম্মত নয়, তাই বিজ্ঞানসম্মতও নয়। একই ধারা হলে তো আজ যে চিন সহ কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের নির্মাণ কাজ চলছে, তা তো সম্ভব হতো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী প্রচারের সেই উত্তাল তরঙ্গ সমাজতন্ত্র শেষ, মার্কসবাদ কবরে, পুঁজিবাদই মানবসভ্যতার চরম পর্যায়— সেই প্রচার আজ কোথায়? মার্কসবাদ যদি মৃতই হবে তা হলে মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের আজও প্রাণপণ লড়াই চালাতে হচ্ছে কেন? কেন-ই বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশগুলোর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদকে একের পর এক আক্রমণ হানতে হচ্ছে? আজও কেন আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির মুরুব্বিদের 'কমিউনিজমের ভূত' তাড়া করে বেড়াচ্ছে?

পুঁজিবাদই যদি মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ হয়, তবে ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বপুঁজিবাদি সংকট আজও উত্তরণের দিশা পাচ্ছে না কেন? সাম্রাজ্যবাদি-পুঁজিবাদি দেশগুলি একসঙ্গে কসরৎ করেও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত বিশাল সংখ্যক মানুষদের মুক্তির দিশা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? কেন দেশে দেশে, দেশের ভেতরে মানুষে-মানুষে আয়ের এতটা বৈষম্য দেখা যাচ্ছে? কেন উৎপাদনে শ্লথতা, বাজারে মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারি আজও পুঁজিবাদের অলংকার হয়ে শোভা পাচ্ছে? কেন পুঁজিবাদ থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ, তারপরে সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকের পর্বে নয়া-উদারবাদ কিংবা পুঁজির বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা ধরনের রূপে আত্মপ্রকাশ করেও দীর্ঘমেয়াদি মন্দার কবলে আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতোটা অগ্রগতির সত্ত্বে বিশ্ব পুঁজিবাদি ব্যবস্থা কেন রোগশয্যায়? এর কোনও জনমুখি ও মানবিক উত্তর মিলবে না।

একটাই উত্তর মিলবে— পুঁজিবাদ মানে শোষণ ভিত্তিক, শ্রেণিবিভক্ত এবং তাই জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা। এখানে অল্প লোকের হাতে বিশ্বের সহায় সম্পদের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীভবন ঘটবে। এখন শ্রমিকের পরিবর্তে বসবে সর্বাধুনিক যন্ত্রপ্রযুক্তি, কর্মসংস্থানের বিপরীতে হবে কর্মনাশা ও কর্মহীন উন্নয়ন। স্থায়ীভাবে থাকবে শোষণ, যুদ্ধ, মহামারী, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু, মৃত্যু, নিরক্ষরতা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, স্বৈরাচার, ফ্যাসিজম, ভয়াবহ লুণ্ঠন ও দুর্নীতির প্রক্রিয়া। অব্যাহত থাকবে মানুষে মানুষে ভাগ করার সেই পুরনো চতুর খেলা। ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, সম্প্রদায়ের নামে বিভাজন ও উন্মত্ততা, যা আমরা ভারতেও প্রত্যক্ষ করছি।

* * * * *

ভারতে কারা রাষ্ট্রক্ষমতায়? একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া - জমিদার শ্রেণিগুলির জোট। ভারতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের স্বার্থে এক সময় শাসকশ্রেণিগুলি গড়ে তুলেছিল মিশ্র অর্থনীতি, কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, শ্রমনিবিড় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, গণতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকাঠামো এবং জোট নিরপেক্ষ বিদেশনীতি।

আজ সবটাই পালটে দেওয়া হয়েছে। তার ফলাফল কী? কৃষি- শিল্পে, এমনকি পরিসেবা ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত মন্দা, কৃষক আত্মহত্যা, ক্রমবর্ধমান বেকারি, জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন বাতিল, রাজ্যগুলোর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া, জনকল্যাণকর কর্মসূচি ছাঁটাই, রাষ্ট্রীয় বাজেটে ব্যয় বরারদ্দ কমানো, রপ্তানি কমে যাওয়া ও আমদানি বেড়ে চলা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ, কর্পোরেটদের হাতে দেশের যাবতীয় সহায়- সম্পদ তুলে দেওয়া, একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আস্ফালন, কর্পোরেটদের বিশাল ছাড়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশকে বিকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্পোরেট পুঁজি ও সাম্প্রদায়িক শক্তিজোটের মার্কসপুত্র - ম্যাকলেপুত্র (আলোক প্রাপ্ত) মাদ্রাসা- পুত্রদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া একনায়কত্বের অভিযান। তার সঙ্গে জারি কেরালা ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনসহ দেশের শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে নানা কায়দায় ধ্বংস করবার সহিংস আগ্রাসী তৎপরতা। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের নিকৃষ্টতম নিদর্শন।

* * * *

আমাদের দুর্বলতা কোথায়? আমরা এখনও ‘ শ্রেণি’ বুঝি না। কোন শ্রেণি বন্ধু, কোন শ্রেণি শত্রু- এটা এখনও অনেকেই বুঝি না। শ্রেণির চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের কাছে প্রাধান্য পায়। এখানেই শত্রুরা আমাদের শ্রেণি মিত্রদের কাছে টানার চেষ্টা করে এবং কিছুটা সফলও হয়।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সফলভাবে এগোতে গেলে নভেম্বর বিপ্লবের শ্রেণিযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও শ্রেণিমিত্রদের জোটবদ্ধ করে শ্রেণি শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। কবির ভাষায়“ অস্থির হয়ো না, প্রস্তুত হও/ তোমার কাজ আগুনকে ভালোবেসে উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়/ আগুনকে ব্যবহার করতে শেখা।” জনগণের অর্থে তৈরি হওয়া উৎপাদনশীল সম্পদের মালিক জনগণই এবং জনগণের স্বার্থেই এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। জনগণের হাতে ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তরের জন্য আমাদের লড়াই চলবে।